দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 02 1999
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রীর ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গভবনে সংবর্ধনা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গতকাল (শুক্রবার) বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ায় তাঁহার সম্মানে এক সংবর্ধনার

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

সংবর্ধনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আয়োজন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানাইয়া ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আস্থা রাখিয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে এবং এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যও সংরক্ষণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বৃটিশ সরকার উত্তর আয়ারল্যান্ডের সহিত যে 'গুড ফ্রাইডে' চুক্তি করিয়াছেন, উহাতে যেমন বৃটিশ সরকারকে কিছু ছাড় দিতে হইয়াছে– তেমনি আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তিতেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে কিছুটা ছাড় দেওয়া হইয়াছে।

সংবর্ধনার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের অশান্ত পরিবেশের অবসানে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন তাহার সরকারের সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে শান্তি 'প্রতিষ্ঠার' দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হইয়াছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশের সংবিধানের আওতায় সম্পাদিত হইয়াছে এবং ইহা আমাদের একটি অভূতপূর্ব সাফল্য। যে-কোন মধ্যস্থতাকারী বা বাহিরের কোন শক্তির সম্পৃক্ততা ব্যতিরেকেই আমরা এই শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যুদ্ধ বা কোনরকম বিরোধ চাই না– আমরা চাই শান্তি এবং পরিপূর্ণ শান্তি।

অনুষ্ঠানে স্পীকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল, সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান, সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, তিন বাহিনী প্রধান, বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদকবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রীর ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ জাতিকেই গৌরবান্বিত করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণদানের জন্যও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। বিদেশ সফরশেষে প্রেসিডেন্টকে সফর সম্পর্কে অবহিত করার রেওয়াজ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সাম্প্রতিক জাতিসংঘ সফর ও প্যারিসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করিলে তিনি এই অভিনন্দন জানান।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁহার ভাষণে বলেন, দীর্ঘ দুই দশকের বেশী সময় ধরিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান ঘটাইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯-এর সংশোধন করা হয় এবং এই তিন পরিষদের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় পরিষদ গঠনের জন্য আইন পাস করা হয়। এই ৪টি আইনের কোন অংশ যদি বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী হয় তাহা হইলে যে-কোন নাগরিক তাহা আদালতে চ্যালেঞ্জ করিতে পারেন। তাহাছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যেহেতু পার্লামেন্টের এ্যাক্ট বা সাধারণ আইন সেহেতু সেগুলি জাতীয় সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাইবে। তবে কোনরকম সংশোধন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া ঐকমত্যের ভিত্তিতে করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে তাহা বৃটিশ আমল হইতেই স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে এবং ১৯০১ সালের চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ রেগুলেশন অনুযায়ী এই এলাকার শাসনকার্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৮৯ সালের তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন মোতাবেক এ পরিষদগুলিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আর বর্তমান আইনে সেই ক্ষমতা কিছুটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ৪টি আইনের কোন কোন অংশের বিরোধিতার কারণ থাকিতে পারে। তবে তাহা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য।

প্রেসিডেন্ট বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাট এলাকাকে উন্নয়ন করিলে এখন যাহারা সেখানে আছেন সকলকেই পুনর্বাসন করা সম্ভব।

সংবর্ধনার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিপূর্ণভাবে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানে তাহার সরকারের সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠাই নহে, তাহার সরকার ও দল জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ হইবে শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধশালী দেশ। আমি বিশ্বাস করি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পূর্বশর্ত। আমাদের সামনে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হইল দারিদ্র্য বিমোচন। ইনশাল্লাহ আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও সফল হইব।